

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংসাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অশ্বরীষ-
চরিতে চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং ভগবতাদিকৌ দুর্কাসাশ্চক্রতাপিতঃ । অশ্বরীষমুপারুত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোহগ্রহীৎ ॥ ১ ॥

তস্মৈ সোদ্যমমাবীক্য পাদম্পর্শ বিলজ্জিতঃ । অন্তারীত্করে রস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভূশং ॥ ২ ॥

ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্যাস্তং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ । ত্বমাপস্বং ক্ষিতির্ব্যোমবায়ুর্মাত্রে দ্রিয়ানি চ ॥ ৩ ॥

সুদর্শন নমস্তভ্যং সহস্রাচ্যুতপ্রিয় । সর্বাত্মজাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইডম্পতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্থঃ ॥ * ॥

পঞ্চমে বিষ্ণুচক্রস্ত প্রসাদ্য প্রাণসঙ্কটাত্ । দুর্কাসা রক্ষিতস্তেন যথা তদ্বৃত্তমীধাতে ॥ ১ ॥

স উদ্যমমিতি ছেদঃ স্থলোপঃ পাদপূরণার্থঃ ॥ ২ ॥

জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ সোমঃ ত্বং মাত্ৰাণি ইন্দ্রিয়ানি চ । তচ্ছৈক্যব্যাখ্যানয়ঃ স্বস্বকার্যাঃ কুর্কৃত্বীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

সহস্রং আরা যস্য হে সহস্রার স্বস্তি শরণং ভূয়া ইডম্পতে পৃথিবীপতে ॥ ৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভস্য চতুর্থোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

তস্মৈতি তৈঃ । তত্র স্থলোপঃ পাদপূরণ ইত্যস্য ভাবঃ । সাতিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি ষষ্ঠাধায় প্রথমপাদগতং স্বত্রেণেত্যর্থঃ ।
অত্রথা লোপঃ সাকল্যস্মৈতি তৎ স্থানীয়স্য যস্য লোপে ত্রিপাদী গতত্বাৎ পূর্বত্রাসিদ্ধিমিতি ত্রায়েন সন্ধির্ন স্যাৎ ॥ ১—৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিত্বাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং । নবমস্ত চতুর্থোহয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সত্যং ॥ * ॥

পাদৌ স্পৃশন্ মুনিচক্রঃ প্রসাদৌবাবিতঃ স্তবন্ । ভোজিতং চান্বরীষেণ পঞ্চমেহস্তে বনং গতং ॥ ১ ॥

তস্য দুর্কাসসঃ সোহশ্বরীষঃ উদ্যমঃ স্তবাদার্থমুদ্যমঃ সাতিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সলোপে সন্ধিঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥

হে সহস্রধার হে ইডম্পতে পৃথীপতে ॥ ৪ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্থঃ ॥ * ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে বিষ্ণুচক্রকে প্রসন্ন করিয়া অশ্বরীষ কর্তৃক প্রাণ সঙ্কট হইতে দুর্কাসার রক্ষণ ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্ ! চক্রাণি তাপিত দুর্কাসা ভগবানের ঐ প্রকার আদেশে তৎক্ষণাৎ
অশ্বরীষ সম্মিধানে আগমন করিলেন এবং দুঃখিত হইয়া তদীয় চরণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥ ১ ॥

ব্রাহ্মণে পাদম্পর্শ করাতে রাজর্ষি অশ্বরীষ সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার কাতরতা
দর্শনে অতীব পীড়িত হইয়া ভগবচ্চক্রে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ২ ॥

যথা—হে সুদর্শন ! তুমি অগ্নি, তুমিই ভগবান্ সূর্য, তুমিই নক্ষত্র সকলের পতি চন্দ্র, তুমিই,
জল, তুমিই ভূমি, তুমিই আকাশ, তুমিই বায়ু, তুমিই তন্মাত্র সকল, তুমিই ইন্দ্রিয়চয় অর্থাৎ তোমার
শক্তি দ্বারাই অগ্নি প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে ॥ ৩ ॥

অতএব তোমাকে নমস্কার করি । হে অচ্যুতপ্রিয় ! তোমার সহস্র আরা (আল), হে সর্বাত্ম-
জাতিন্ ! হে পৃথীবীপতে ! এই বিপ্রবরকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

ত্বং ধর্মস্বনুতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোহখিলযজ্ঞভূক্ । ত্বং লোকপালঃ সর্বাত্মা তং তেজঃ পৌরুষং পরং ॥৫॥

নমঃ স্নানাভাখিলধর্মসেতবে হৃদধর্মশীলাস্বরধূমকেতবে ।

ত্রৈলোক্যাগোপায় বিশুদ্ধ বর্চসে মনোজবায়াদ্ভুতকর্মণে গুণে ॥ ৬ ॥

ত্বন্তেজসা ধর্মময়েন সংহতং তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাং ।

দুরত্যয়ন্তে মহিমা গিরাংপতে ত্বরূপমেতৎ সদসং পরাবরং ॥ ৭ ॥

ত্রীধরসামী ।

ব্রাহ্মণরক্ষণং তব যুক্তমেবেতাহ ত্বং ধর্ম ইতি । ন চ তবেরমতিস্তুতিরিতাহ পৌরুষঃ পুরুষসা পরং তেজঃ সামর্থ্যং ত্বং । অয়ন্তাবঃ স ঐক্যেতাদি ক্রতি প্রসিদ্ধা ভগবতঃ শোভনং দর্শনং স্বদর্শনং তত এব চ সর্বং জাতং অতএব ত্বং সর্বাত্মেতি ॥ ৫ ॥

হে স্নানভ অদ্ভুতকর্ম্মণঃ ত্বাং কঃ স্তোতুং সমর্থঃ অতন্তুভাঃ কেবলঃ নমো গুণে ইত্যয়ঃ । অদ্ভুতকর্ম্মণমেবাহ অখিলানাং ধর্ম্মাণাং সেতবে সূর্যাদা রূপায় অতএব অধর্ম্মশীলানামস্বরূপাঃ ধূমকেতবে দাহকায় ত্রৈলোক্যাং গোপায়তীতি তথা তস্মৈ বিশুদ্ধঃ অতুজ্জ্বলঃ বর্চঃ স্তোত্রো বদ্য তস্মৈ ॥ ৬ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি ত্বন্তেজসেতি দ্বাভ্যাং । সূর্যাদেঃ প্রকাশশ্চ ত্বস্মৈ ব রূপাতে প্রকাশ্যত ইতি ত্বরূপং ॥ ৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

ধর্ম্মময়েন ত্বন্তেজসা দৃশন্তমঃ সংহতঃ । মহাত্মনাং সূর্যাদীনাং প্রকাশশ্চ ত্বন্তেজসেব ভবতি । অতএব তব মহিমা দুরত্যয়ঃ । যত এতৎ সদসদপি ত্বরূপং ত্বং প্রকাশ্যমেব ॥ ৭।৮ ॥

ত্রীবিখনাথচক্রবর্তী

ঋতঞ্চ স্ননুভাবণী সত্যঞ্চ সমদর্শনঃ । পৌরুষং বৈকর্যং তেজঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি ত্বচ্চি ধর্ম্ম সেতুপালায় তুভ্যং ক্রহন্তমেতমধার্ম্মিকং বিপ্রমবশামহং তাপয়ামীত্যত আহ । অধর্ম্ম শীলা যে অসুরা স্তেবাং ধূমকেতবে ইতি ধর্ম্মশীলা অসুরা অধর্ম্মশীলা বিপ্রাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ । হে স্নানভ তুভ্যং নমো গুণে স্তোতুং সামর্থ্যাভাবাদিত্তি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নমু তেজস্বিমানিনোহস্ত বিপ্রস্ত চিকিৎসা অবশ্য কর্তব্যোত্যত আহ । ত্বন্তেজসা ত্বন্তেজোবিভূতি রূপেণ সূর্যাদিনা দৃশঃ সর্ব চক্ষুঃ স্তথা মহাত্মনাঃ দৃশো জ্ঞানত্চ প্রকাশ ত্বন্তেজসেব ভবতি । ত্বরূপ মেতত্ত্বৈব পরমেশ্বরভানুহীশ্বরঃ ত্বন্তেজোহন্যমিনু তেজস্বিনি দর্শয়েদিত্তি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

হে স্বদর্শন ! ব্রাহ্মণ রক্ষণ তোমারই উপযুক্ত কর্ম্ম, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম । অপর হে অমৃত ! তুমি সত্য, তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি এবং অখিল যজ্ঞভোক্তা । অধিকন্তু তুমি লোকপাল ও ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য । হে চক্র ! তোমার নাম স্বদর্শন, তাহার অর্থ ভগবানের শোভন দর্শন, ভগবদর্শন হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে অতএব তুমি সর্বাত্মা ॥ ৫ ॥

অপর হে স্নানভ ! তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা, যে হেতু অখিল ধর্ম্মের সেতু স্বরূপ, অতএব তুমিই অধর্ম্ম রত অসুরদিগের ধূমকেতু অর্থাৎ দাহক । অপিচ তুমি ত্রৈলোক্যের রক্ষক, তোমার তেজঃ পুঞ্জ অতুজ্জ্বল তুমি মনের তুল্য বেগবান, তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে ? অতএব আমি তোমার প্রতি কেবল নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি ॥ ৬ ॥

হে স্বদর্শন ! তোমার ধর্ম্মময় তেজঃ দ্বারা অক্ষকার সংহত এবং মহাত্মাদিগের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে । হে গীম্পতে ! তোমার মহিমা দুরত্যয়, সৎ অসৎ, পর অপর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ তোমা-রই স্বরূপ, কারণ সূর্যাদির প্রকাশও তোমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যদা বিস্কম্ভমনজনেন বৈ বলং প্রবিষ্টোহজিত দৈত্য দানবঃ ।

বাহুদরোর্বজি শিরোধরাণি বৃশ্চমজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥

স ত্বং জগজ্জাণ খল প্রহাণয়ে নিরুপিতঃ সর্বসহো গদাভূতা ।

বিপ্রশ্চাশ্মকুল দৈবহেতবে বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহোহি নঃ ॥ ৯ ॥

যদ্যস্তি দত্তমিচ্ছং বা স্বধর্ম্মোবা স্বনুষ্ঠিতঃ । কুলং নো বিপ্রদৈবক্ষেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥

যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্বগুণাশ্রয়ঃ । সর্বভূতাত্ম ভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

হে অজিত অনজনেন হরিণা যদা বিস্কম্ভং তদা দৈত্যদানবানাং বলং প্রবিষ্টঃ সন্ তেষাং বাহুদরীন্ ভিন্দন্ বিবাজসে । প্রবিষ্টোহজিত দৈত্যদানবমিতি পাঠে উজ্জিতা দৈত্যদানবা যস্মিন্ তদ্বলং পূর্বগদে সন্ধিরার্থঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ স্বয়া ভগবন্নিযুক্তেন খলানামেব দণ্ডঃ কার্য্যঃ সাধবস্ত রক্ষণীয়া অতো বিপ্ররক্ষণেনাস্মান্ অহুগৃহাণেত্যাহ সম্মতি । হে জগজ্জাণ স এবং ভূতস্বং খলানামেব প্রহরণার্থং নিরুপিতো নিযুক্তঃ অতোহস্মৎ কুলস্ত দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি তদেব নোহনুগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব স্কৃততাপগেন বিপ্ররক্ষাং প্রার্থয়তে যদাস্তীতি স্বাভাঃ । বিপ্রোদৈবঃ দেবতা যস্মিন্ তৎ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

প্রহাণয়ে প্রকৃষ্টহান্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

তত্র ভগবৎ প্রীতিমাত্রার্থ যদ্যৎ কৃতং তত্ত্ব বুদ্ধিঃ পরীক্ষাতে । দ্বিজ ইতি । দ্বিজস্ত বিজরীভাবঃ কুকীর্ত্তা ইত্যর্থঃ । অন্য-
থাঃ মহানতায়ঃ সাদৃশ্যভাবঃ ॥ ১০ । ১১ । ১২ । ১৩ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী ।

ননু তদপামেন সহ বিহর্ত্তুকামোঽসীতি চেম্মৈবঃ তবাসুর সংগ্রাম এব বিহাররজ্জুমিরিত্যাহ । যদেতি অনজনেন শ্রীহরিণা
হে অজিত প্রবিষ্টোহজিতদৈত্য দানব মিতি পাঠে উজ্জিতা দৈত্যদানবা যত্র তদ্বলং সন্ধিরার্থঃ । বৃশ্চন্ ছিন্দন্ প্রধনে সংগ্রামে ॥ ৮

নন্বহং অদ্বিধেবি সংহারায় ভগবতা নিযুক্ত স্তত্র ন কেবলমেবমেবেত্যাহ । হে জগজ্জাণ খলানাং প্রহাণয়ে সংহারায় সর্বসহঃ
সর্ব বল স্বরূপঃ । যদা বাৎসল্যাৎ সর্বসপ্যাপরাধমস্মাকং সহসে ইতি সর্বসহঃ । অস্ত বিপ্রশ্চাপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ ।
নচাস্ত মদ্বিধেবিত্তিমিত্যাহ । অস্মৎ কুলস্ত দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্ত ভদ্রং বিধেহি ॥ ৯ ॥

তদপি বিপ্র মতাজ্জচ্ছক্রমালক্ষ্য শপথঃ কুর্কমাহ । যদাস্তীতি বিপ্রদৈবঃ বিপ্রদেবতাকং ॥

তং শপথমমানয়চ্ছক্রমালোকাসাধারণ শপথমাহ যদীতি সর্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যোভাব স্তেন যদি প্রীতঃ ॥ ১০ ॥

হে অজিত ! অনজন ভগবান্ কর্তৃক যখন তুমি বিযুক্ত হও তখন দৈত্য দানব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া
তাহাদিগের বাহু, উদর, উরু, চরণ এবং কন্দর নির্ভিন্ন করত সমরাস্রমে বিরাজ করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

হে জগজ্জাণ ! তুমি এবস্ত্রুত গুণ সম্পন্ন, ভগবান্ গদাধর খল ব্যক্তিদিগের প্রহরণার্থ তোমাকে
নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমাদিগের কুলের মৌভাগ্য নিমিত্ত এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান
কর । ইহা করিলেই আমাদের প্রতি মহান্ অনুগ্রহ বিস্তার হইবে ॥ ৯ ॥

হে হৃদর্শন ! যদি আমার কোন দান অথবা যজ্ঞ জন্ত স্কৃত থাকে, যদি আমি স্বধর্ম্মের সুন্দর রূপ
অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, আর আমাদের কুলদেবতা যদি বিপ্র হন, প্রার্থনা করি তৎ প্রভাবে এই দ্বিজ
আশু বিজ্বর হউন । অপিচ অদ্বিতীয় এবং ভূতের প্রতি আত্মভাব হেতু সর্ব গুণাশ্রয় ভগবান্ আমাদের
প্রতি যদি প্রীত থাকেন তবে তাঁহার প্রসাদে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি সংস্রবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং স্তদর্শনং । অশাম্যৎ সর্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজযাচ্ঞয়া ॥

সমুত্তোহস্ত্রাগ্নি তাপেন দুর্কাসাঃ স্তিস্তিমাং স্ততঃ । প্রশংসং তমুর্বাশং যুজ্ঞানঃ পরমাশিষঃ ॥

দুর্কাসা উবাচ ॥

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে । কৃতাগসোহপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥

দুষ্করঃ কোনু সাধুনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাং । যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতাম্বভো হরিঃ ॥

যন্মামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নিঃশলঃ । তস্মৈ তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥

রাজম্নুগৃহীতোহহং ভ্রাতি করুণাত্মনা । মদঘং পৃষ্ঠতঃ কুত্বা প্রাণা যন্মোহভিরঙ্কিতাঃ ॥ ১১ ॥

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমন কাক্ষয়া । চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ ।

সোহশিষ্যাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্বকামিকং । তৃপ্তান্না নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরং ॥ ১২ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

রাজ্ঞ স্তস্যৈব যাক্ষয়া ॥ ১১ ॥

রাজেত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং শুকোক্তিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিষ্ণুনাথচক্রবর্তী

বিপ্রং সর্বতঃ প্রদহদপ্যাশাম্যং ॥

কৃতাগসোপি স্তদমঙ্গল মীহমানস্তাপীতার্থঃ ॥

দুষ্করোহুগ্রহঃ দুস্ত্যজোহপরাধঃ । সংগৃহীত ইতি যথাস্তৈধনানি সংগৃহ্যন্তে তথৈতার্থঃ । হরিঃ সংগৃহীতোপি তদীরকে ভ্রাতিভ্যতীতার্থঃ ॥ ১১ ॥

সদুর্কাসা আদৃতঃ যথাস্থাতৃথা আনীত মাতিথ্যগ্নাদিকং ॥ ১২ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ ! রাজর্ষি অম্বরীষ উক্ত প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে ভগবানের স্তদর্শন চক্র যাহা বিপ্রবর দুর্কাসাকে দগ্ধ করিতেছিল, ঐ রাজার বাচ্ঞাতেই প্রশান্ত হইল । অত-এব দুর্কাসা অস্ত্রাগ্নি তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণবান্ হইলেন । তদনন্তর ঐ মুনি দুর্কাসার প্রতি আশীর্বাদ প্রয়োগ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন । দুর্কাসা কহিলেন, অহো ! অনন্ত দাসদিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল । হে রাজন্ ! আমি কৃতাপরাধ, তথাপি তুমি আমার কল্যাণ চেষ্টা করিলে । অথবা যে সকল ব্যক্তি সাত্বতপতি ভগবান্ হরিকে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল মহাত্মা সাধু পুরুষের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে ? বাঁহার নাম শ্রবণ মাत्रে পুরুষ নিঃশল হয় তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে ? । যাহা হউক, হে রাজন্ ! তুমি অতি করুণাত্মা আমার প্রতি স্নমহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ হইল, যে হেতু আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে ॥ ১১ ॥

অনন্তর রাজা অম্বরীষ আহার না করিয়া প্রত্যাগমন আকাক্ষ্যায় দুর্কাসার চরণ ধারণ করিলেন এবং বারম্বার নমস্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন, সাদরে সমানীত সর্বাভিলাষ সম্পাদক আতিথ্য স্বীকারে মহর্ষি দুর্কাসার সাতিশয় পরিতোষ হইল, আহারানন্তর আদর পূর্বক আস্থান করিয়া রাজাকে বলিলেন মহারাজ ! তুমিও আহার কর ॥ ১২ ॥

প্রীতোহস্মানুগৃহীতোহস্মি তব ভাগবতশ্চ বৈ । দর্শনস্পর্শনাল্পৈ রাতিধোনাঅমেধসা ॥ ১৩ ॥

কর্মান্দাতমেতত্তে গায়ন্তি স্বস্ত্রিয়োগুহঃ । কীর্তিঃ পরম পুণ্যঞ্চ কীর্তয়িষ্যতি ভুরিয়ং ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং সংকীর্তা রাজানঃ দুর্কাসাঃ পরিতোষিতঃ । যযৌ বিহারসামন্ত্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকং ॥ ১৪ ॥

সংবৎসরোহত্যগাতাবদযাপতা নাগতো গতঃ । মুনি শুদ্ধর্শনাকাজ্ঞো রাজান্ত্রক্ষো বভূব হ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

প্রীতোহস্মীতি শ্লোকদ্বয়ঃ পুনশ্চ বিশ্রোক্তিঃ । আত্মনি মেধা যেনাতিধোন ॥ ১৩ ॥

ভুরিয়ং তত্রস্থো জনঃ কীর্তয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥

তস্যা দৈর্ঘ্যাক্তিশয়মাহ গতৌ মুনির্বাচতা নাগতঃ তাবৎ সংবৎসরোহতিক্রান্ত ইতি ॥ ১৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

অহৈতুকমিতি । ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুদ্ধতর্কনিষ্ঠবেদবহিন্মুখাঃ যত্র তমিতার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অন্তুফঃ পূর্বমপ্ মাত্র ভক্তিতবান্ রাজা শুদ্ধর্শনাকাজ্ঞাএব বভূব নতু তাবন্মাত্রমপি ভক্তিতবানিত্যর্থঃ । বিশ্রোপযোগাদিতি পবিত্রমিতি দ্বিজানাং ভগবৎ প্রধানানামুপযোগেন শ্রীভগবতঃ প্রীত্যতিশয়াৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

তব দর্শনাদিভিঃ কর্তৃত্বিরমুগৃহীতঃ অতএব প্রীতঃ । অস্মীতি বর্তমাননির্দেশাৎ পূর্বস্বদর্শনাদিভিনৈবামুগৃহীতোহম প্রীত এবাভূবৎ যতস্তাং নিরাগসমপি অস্মিতুং মহাক্রোধাক্তঃ কৃত্যামসৃজং । তেন ভক্তকর্মকাণ্যেব তদ্বিরকভক্ত্যুখানোব দর্শনা-
দীনি ব'দ স্ম। শুদৈব তানি তপসি জ্ঞানি বিপ্রানমু গৃহুস্তি নানাথোত্রাহমেব দুষ্টাস্ত ইতি দিক্কাস্তো ধ্বনিতঃ । তথা আত্মমেধসা
আত্মনো মম মেধসা স্বেদুশ্যা বুদ্ধ্যা বদ্যস্বরীষ বচন গ্রহণ প্রতিপাদনীয়ঃ মে বুদ্ধিনাভিবিষ্যৎ তদা কথনকরিষ্যঃ তেন চক্র দত্ত
মহাত্মাপোপি মম পরমোপকারকঃ সংসারতারক ভক্তি মার্গজাপকোহভূদिति ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

অবদাতঃ শুদ্ধঃ ॥

ব্রহ্মলোকমিতি তত্রতা ব্রহ্মানুভবিনঃ স্ববক্তৃন্ প্রতি স্বীয় স্বাস্থ্যং হরে ভক্তবশতঃ ভক্তানাং ভক্তো'চ মহাপ্রভাবঃ বক্তৃমিতি
ভাবঃ ন'বদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুদ্ধ তর্ক নিষ্ঠা যত্র তৎ ॥ ১৪ ॥

গতৌ মুনির্বাচতা কালেন নাগতঃ তাবৎ তাবতা সংবৎসরঃ অত্যাগাৎ নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১৫ ॥

হে রাজন্ ! তুমি পরম ভাগবত, আমি তোমা কর্তৃক অনুগৃহীত হইলাম, তোমার এই দর্শনে, এই
আলাপে এবং যাহাতে আত্মায় মেধা হয়, তদ্রূপ এই আতিথেয় তোমার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি
প্রীতি জন্মিল ॥ ১৩ ॥

অর্গহাদি সুরাঙ্গনা সকল তোমার এই নির্মল কর্ম সর্বদাই গান করিবেন আর পৃথিবীস্থ মানব
কুল সতত তোমার পবিত্র কীর্তি কীর্তন করিবে ।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ পরোক্ষিৎ ! মহর্ষি দুর্কাসা পরিতুষ্ট চিত্তে এই প্রকার কহিয়া রাজর্ষি
অশ্বরীমের সহিত সম্ভাবনানন্তর আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

কিন্তু তিনি গমন করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত না আসিয়াছিলেন তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসর কাল অতিক্রান্ত
হইলেও রাজা অশ্বরীষ তাঁহার দর্শনাকাজ্ঞায় জল মাত্রাহারী হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

গতেহথ দুর্দামসি সৌহৃদ্রীষো দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরং ।

ঋষে ব্রিগোক্ষং ব্যাসনঞ্চ বীক্ষ্য মেনে স্ববীৰ্য্যঞ্চ পরানুভাবং ॥ ১৬ ॥

এবং বিধানেক গুণঃ স রাজা পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে ।

ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং যয়া বিরিক্যাম্মিরয়াংশ্চকার ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

অথাস্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ ।

বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে মনোদধন্ধুস্ত গুণপ্রবাহঃ ॥

ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমস্বরীষস্ত ভূপতেঃ । সংকীৰ্ত্তয়ন্নুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥

অস্বরীষস্ত চরিতং যে শৃণুস্তি মহাত্মনঃ । মুক্তিং প্রযান্তি তে সৰ্ব্বৈ ভক্ত্যা বিক্ষোঃ প্রসাদতঃ ॥ ১৭ ॥

শ্রীপরশ্রামী ।

দ্বিজসোপযোগেন ভোজনেন অতি পবিত্রমাহরং বৃভূজে স্ববীৰ্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদি লক্ষণং পরানুভাবং শ্রীভগবতঃ প্রভাবং মেনে ॥ ১৬ ॥
এবংবিধা অনেক গুণা যস্য সঃ বিরিক্য পদ সহিতান্ ভোগান্ নিরয় প্রায়ান্ অপশাদিতার্থঃ ॥ ১৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

তাদৃশোপজ্জবাস্তরমাশ্রয়্য পূজয়া যোগাতাং দৃষ্টাচ তত্র স্থিতিং বিহায় বনে মানস সেবায়ামেব মনশ্চকারেত্যাহ অথেনি ॥ ১৬ ॥ ১৭

শ্রীবিধনাথচক্রবর্তী ।

দ্বিজস্ত উপযোগেন অতিপবিত্রঃ আহরং আহাবং কৃতবান্ । স্ববীৰ্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদি লক্ষণং পরস্ত ভগবত এবানুভাবং প্রভাবং
নতু স্বয়া ॥ ১৬ ॥

পরাত্মনীতি পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবানিত্যেকতত্ত্বো যো বাসুদেব স্তম্ভিন্ । ক্রিয়াকলাপৈশ্চন্দ্রিম্নির মাজ্জনাঐদ্য ধয়া ভক্ত্যা আবিরি-
ক্যং ভোগান্ নরকতুল্যান্ ॥

মনোদধং মনোদাত্তং বনং বিবেশ । নতু স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো রিত্যাক্তেৰ্গাহ্যস্বোপি সংপূর্ণং মনোভগবতাসীদেব
সতাং ভক্তাবহুরাগিণঃ খলু মহাধনগুণপ্রাকর্ষিজ ইব স্বভাবো ভবেৎ । কোটীশ্বরোপি বণেগাছানমগ্ন ধনং মন্যামাসো ধনমুপার্জ-
য়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপি গচ্ছতি তথৈব ভক্তোপি ভক্তিমুপার্জয়িতুমিতি ॥ ১৭ ॥

তদনন্তর সেই ঋষি প্রত্যাগত হইলে ঐ রাজা ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন
করিলেন এবং ঋষির ব্যাসন ও পরিব্রাজকের বিষয় স্মরণ করিয়া আপনার ধৈর্য্যাদি রূপ বীৰ্য্য ও ভগবানের
প্রভাব মাত্র করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ভারত ! অস্বরীষ নরপতির অবশিষ্ট গুণ, তিনি ক্রিয়া কলাপ দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের
প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন । সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মপদ সহিত সর্ব প্রকার ভোগ তাঁহার
সমক্ষে নিরয় প্রায় বোধ হইত ।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর ঐ ধীর অস্বরীষ আপনার তুল্য শীলবান্ তনয়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ
করিয়া বন প্রবেশ করিলেন । তিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি আত্ম মনঃ দারণ করাতে তদীয় গুণ
প্রবাহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল । হে রাজন্ ! অস্বরীষ ভূপতির এই পবিত্র উপাখ্যান যে ব্যক্তি কীর্তন
এবং সতত ধ্যান করেন তিনি ভগবন্ত ভাগবত হইবেন । অপর যে সকল মানব ভক্তি পূর্বক
মহাত্মা অস্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিবেন তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তি পদ
প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অশ্বরীষো-
পাখ্যানং পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুরশ্বরীষ সূতাজয়ঃ । বিরূপাং পৃষদশ্চোহুভুং তৎপুত্রস্ত রথীতরঃ ॥ ১ ॥

রথীতরস্তাপ্রজস্তু ভার্য্যায়াং তন্তবেহর্ষিতঃ । অঙ্গিরাজনয়ামাস ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সূতান্ ॥ ২ ॥

এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুন স্ত্রাঙ্গিরসাস্থতাঃ । রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরস্বামী ।

॥ * ॥ ইতি নবমে পঞ্চমঃ ॥ * ॥

যষ্ঠারশ্বে অশ্বরীষস্য বংশমুক্তা ততঃ পরং । যষ্ঠাদাষ্টভিরধাট্যৈ রিক্কা কোবংশ উচ্যতে । তত্র যষ্ঠে শশাদাদির্মাক্কাভ্যস্তো নিরু-
পাতে । প্রসঙ্গাং সৌভরে রাখ্যা মাক্কাভূতনয়াপতেঃ ॥ ১ ॥

তন্তবে সন্তানার্থঃ ॥ ২ ॥

যে অঙ্গিরস জনিতা এতে রথীতরস্ত ক্ষেত্রে প্রসূততেন রথীতর গোত্রাঃ সন্তঃ অঙ্গিরসো বীর্যেণ প্রসূতত্বাদঙ্গিরসাস্থ পুনরপি
রথীতরাণাং অন্তেষাং জাতানাং প্রবরা মুখাঃ স্মৃতাঃ । যতঃ ক্ষেত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইতার্থঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভস্য পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিখনাথচক্রবর্তী ।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিত্বাঃ হর্ষিণ্যাঃ ভক্তচেতসাং । নবমে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ সম্পত্তঃ সম্পত্তঃ সত্যঃ ॥ * ॥

যষ্ঠে শশাদেন্দ্রবাহ যুবনাথ কথোচ্যতে । মাক্কাভূচ চরিত্রান্তঃ সৌভর্য্যাপ্যানমভুতঃ ॥ ১ ॥

তন্তবে সন্তানার্থঃ ॥ ২ ॥

রথীতরস্ত ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং প্রসূতত্বাদঙ্গিরসো বীর্য্যজাতত্বাং এতে রথীতর প্রবর পুত্রতেন প্রসিদ্ধাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো
বিপ্রাঃ । যে জাতী যেষাং তে ইত্যবর্থসংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে পঞ্চম ॥ * ॥

যষ্ঠাধ্যায়ে অশ্বরীষ বংশ, শশাদ অবধি মাক্কাভূ পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গতঃ মাক্কাভূ তনয়পতি
সৌভরির উপাখ্যান ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন অশ্বরীষের তিন পুত্র বিরূপ, কেতুমান্ এবং শম্ভু । তন্মধ্যে বিরূপের তনয়
পৃষদশ্চ, তাহার সন্তান রথীতর ॥ ১ ॥

রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই হয় নাই, তিনি অপ্রজ ছিলেন, এ কারণ তাঁহার প্রার্থনানুসারে
সন্তানার্থ অর্পিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরাজ তদীয় ভার্য্যায় ব্রহ্মবর্চস্বি কতিপয় সন্তান উৎপন্ন করিয়া দেন ॥ ২ ॥

হে রাজন্ ! অঙ্গিরাজ হইতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল তাহারা রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে
যদিও রথীতর গোত্র হইয়াছিল তথাচ অঙ্গিরাজ ঔরসে উৎপত্তি নিমিত্ত অঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত হয়,
অধিকন্তু যেহেতু তাহারা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ একারণ অন্যান্য রথীতর সন্তানদিগের মধ্যে মুখ্য ছিল ॥ ৩ ॥